বাজেটে প্রতিবন্ধীদের অধিকার

আসন্ন ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরের বাজেটকে সামনে রেখে এডিডি ঢাকা, রাজশাহী, ফরিদপুর, রংপুর, কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম জেলায় 'জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধীদের অধিকার' শীর্ষক ৬টি পৃথক কর্মশালার আয়োজন করে। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মশালাসমূহে ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী, বগুড়া, রংপুর, গাইবান্ধা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগা, ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, ফরিদপুর ও চট্টগ্রাম জেলার তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংগঠনসমূহের ৬০০ জন প্রতিবন্ধী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালাগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আসন্ন বাজেটে তাদের প্রত্যাশাগুলো তুলে ধরে এবং সেই সঙ্গে তারা জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে প্রতিবন্ধীদের বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখার জোর দাবি জানায়।

বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য যা থাকতে হবে- শিক্ষা

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবন্ধী শিশুদের ভর্তির হার ২%-এরও নিচে। সরকার মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জনে এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। সে লক্ষ্যে- প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাখাতে বরাদ্দ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিশ্চিত করতে হবে। জেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ কমিটিকে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অন্তর্ভুক্তিকরণ মনিটর করতে হবে এবং এ খাতে বরাদ্দ রাখতে হবে।

প্রতিবন্ধীদের জীবন-মান উন্নয়নে এলাকাভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। প্রতিবন্ধী নারীদের প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত এলাকাভিত্তিক সমিতিসমূহের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

প্রচলিত চিকিৎসাসেবা প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে পারছে না। তাই এ খাতে অবিলম্বে বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন। হাসপাতালে দুঃস্থ প্রতিবন্ধী রোগীদের জন্য আসন বরাদ্দ ও বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করতে হবে। প্রাথমিক অবস্থাতেই প্রতিবন্ধীতার লক্ষণসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিকরণে বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে।

কর্মসংস্থান

নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সঠিক নীতিমালার অভাবে সরকারি বেসরকারি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান হচ্ছে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে। চাকরি ক্ষেত্রে ১০% কোটার বাস্তবায়নে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। পাবলিক সেক্টরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগের ১০% কোটার বাস্তবায়ন মনিটর করতে হবে। এ খাতে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

ঋণ, ভাতা ও ফান্ড

দুঃস্থ প্রতিবন্ধীদের মাসিক ভাতা প্রদানের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে। আত্ম কর্মসংস্থানের নিমিত্তে প্রতিবন্ধীদের জন্য সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা এবং সমাজসেবার ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভিজিএফ কার্ড প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি খরচে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করতে হবে । কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শিল্প কারখানা স্থাপন করতে চাইলে তাকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিবন্ধী পরিবারের জন্য রেশনের বরাদ্দ দিতে হবে।

গৃহায়ণ

শিক্ষা, কর্মসংস্থানের অভাবে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী নিজস্ব আয়ে বাসস্থানের সংস্থান করতে পারছে না। এর ফলে তারা বস্তি ও রাস্তায় মানবেতর জীবন-যাপন করছে। তাই- প্রতিবন্ধীদের জন্য খাস জমির বরাদ্দ ও সেখানে গৃহায়ণ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ দিতে হবে।

চলাচল ও প্রবেশগম্যতা

সরকারি ও বেসরকারি ভবন, বৃহৎ আবাসন ব্যবস্থায় র‍্যাম্প তৈরি বাধ্যতামূলক করতে হবে। সে লক্ষ্যে- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে র‍্যাম্প স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। রাস্তায় সহজ চলাচল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সাংকেতিক শব্দ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিনা মূল্যে চলাফেরায় সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করতে হবে। বাস টার্মিনাল, রেলওয়ে স্টেশনসমূহে সহজ চলাচলের উপযোগী অবকাঠামো নির্ধারন করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য লঞ্চ, ট্রেন, বাস প্রভৃতিতে বিনামূল্যে যাতায়াত ও টিকেটের জন্য আলাদা কাউন্টারের ব্যবস্থা করতে হবে

তথ্যপ্রযুক্তি ও মিডিয়া

বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের জন্য প্রশিক্ষণ, তথ্য প্রদান ও উপকরণ প্রাপ্তির জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে। মিডিয়াতে প্রতিবন্ধী বিষয়ক অনুষ্ঠান বেশি বেশি করে প্রচার করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মিডিয়ায় পর্যাপ্ত অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

আইন ও নিরাপত্তা

প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১-এর বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের সামাজিক ও আইনগত নিরাপত্তা প্রদানের জন্য বিনামূল্যে আইনগত সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। প্রতিবন্ধী নারী নির্যাতনের শিকার হলে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান ও ন্যায় বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং এ জন্য এ খাতে বরাদ্দ রাখতে হবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় তৈরি করতে হবে।

বিনোদন

বিনোদন ও খেলাধুলার ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে এবং এ জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে।

জাতীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের বিনোদন ও খেলাধুলার জন্য আলাদা বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের উপযোগী ক্রীড়া ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, যেমন ব্যবসায়িক সমিতি, এনজিও প্রতিনিধি এবং অন্যান্য নাগরিক সমাজের সঙ্গে মত বিনিময় করেছে কিন্তু প্রতিবন্ধী সংহঠনগুলোর সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আলোচনা করেননি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাজেট বিষয়ক ভাবনা এবং তাদের শিক্ষা, চিকিৎসা এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে যে বিষয়গুলো বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।